বাংলাদেশের সুবর্ণজয়ন্তী Bangladesh 50
সততার কোন বিকল্প নেই, দুর্নীতির সাথে আপোষ নাই।
সহজ শর্তে কৃষি ঋণ, বদলে যাবে সবার দিন।

রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়, রাজশাহী।
ঋণ আদায় বিভাগ-২
E-mail: dgmlrd2@rakub.org.bd

মুজিব শতবর্ষ MUJIB 100
"মুজিববর্ষের প্রতিশ্রুতি
রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংকের অগ্রগতি"

ঋআবি-২ সার্কুলার লেটার নং-০২/২০২২ তারিখ: ০৮ সেপ্টেম্বর ২০২২।

বিষয় : শ্রেণীবিন্যাসিত ঋণ হ্রাসের লক্ষ্যে 'সময় নির্দিষ্ট কর্ম পরিকল্পনা (Time Bound Action Plan)' প্রসংগে।

উপর্যুক্ত বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা'র ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ এর ১১ আগস্ট, ২০২২ তারিখের বিআরপিডি (পি)/৬৬১/১৩/২০২২-৮১৭৬ নম্বর পত্রের মাধ্যমে ব্যাংকের সম্পদের গুনগত মান (Asset Quality) উন্নতির মাধ্যমে শ্রেণীবিন্যাসিত ঋণের পরিমাণ হ্রাসপূর্বক কাঙ্খিত পর্যায়ে আনার লক্ষ্যে একটি 'সময় নির্দিষ্ট কর্ম পরিকল্পনা (Time Bound Action Plan)' সম্মানিত পরিচালনা পর্ষদের সদয় অনুমোদনক্রমে বাংলাদেশ ব্যাংকে প্রেরণের নির্দেশনা দেয়া হয়।

০২। বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনার প্রেক্ষিতে এ ব্যাংকের সম্পদের গুনগত মান (Asset Quality) উন্নতির মাধ্যমে শ্রেণীবিন্যাসিত ঋণের পরিমাণ হ্রাসপূর্বক কাঙ্খিত পর্যায়ে আনার লক্ষ্যে একটি ০৫ (পাঁচ) বছর মেয়াদী কর্মপরিকল্পনা ২৮ আগস্ট ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত পরিচালনা পর্ষদের ৫৫২তম সভায় উপস্থাপন করা হলে নিম্নরুপ সিদ্ধান্ত প্রদান করেন:

> "সম্পদের গুনগত মান (Asset Quality) উন্নতির মাধ্যমে শ্রেণীবিন্যাসিত ঋণের পরিমাণ হ্রাসপূর্বক কাঙ্খিত পর্যায়ে আনার লক্ষ্যে ০৫ (পাঁচ) বছর মেয়াদী কর্মপরিকল্পনা অনুমোদন করা হলো। কর্মপরিকল্পনা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকে প্রেরণ করতে হবে।"
>
> "মাঠ পর্যায়ে যথাযথ দিক-নির্দেশনা প্রদান এবং কঠোর মনিটরিং এর মাধ্যমে এ কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে শ্রেণীকৃত ঋণ কাঙ্খিত পরিমাণে হ্রাস করতে হবে।"

পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংকের সম্পদের গুনগত মান উন্নতির লক্ষ্যে শ্রেণীকৃত ঋণের হার হ্রাসকরণ এবং প্রভিশন ঘাটতি দূরীকরণের জন্য একটি 'সময় নির্দিষ্ট কর্ম পরিকল্পনা (Time Bound Action Plan)' এর গুরুত্বপূর্ণ অংশ নিম্নরূপ:

রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংকের সম্পদের গুনগত মান উন্নতির লক্ষ্যে শ্রেণিকৃত ঋণের হার হ্রাসকরণ এবং প্রভিশন ঘাটতি দূরীকরণের জন্য একটি 'সময় নির্দিষ্ট কর্ম পরিকল্পনা (Time Bound Action Plan)'

প্রতি অর্থবছরের প্রারম্ভে ব্যাংকের শ্রেণীকৃত ঋণ আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা জোন ও শাখাভিত্তিক নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে ব্যাংকের মোট শ্রেণীকৃত ঋণ স্থিতির ৩৫% আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। ইতোঃপূর্বে শ্রেণীকৃত ঋণ আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হলেও শ্রেণীকৃত ঋণ স্থিতি হ্রাসের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হতো না। বিশেষভাবে উল্লেখ্য, বিগত অর্থবছরসমূহে লক্ষ্যমাত্রার অধিক শ্রেণীকৃত ঋণ আদায় হয়ে থাকলেও শ্রেণকিৃত ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এক্ষেত্রে শ্রেণীযোগ্য ঋণ ও পুনঃতফসিলকৃত ঋণ আদায় লক্ষমাত্রার কম হওয়ার কারণে শ্রেণীবিন্যাসিত হয়ে পড়ে। তৎপ্রেক্ষিতে শ্রেণবিন্যাসিত ঋণ বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। আগামী ০৫ (পাঁচ) বছর মেয়াদী এই কর্মপরিকল্পনায় শ্রেণীকৃত ঋণ আদায়, শ্রেণীযোগ্য ঋণ ও পুনঃতফসিলকৃত ঋণ আদায়ের উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

(০১)বিগত ০৫ (পাঁচ) বছরে রাকাব এর মোট ঋণ স্থিতি, শ্রেণীকৃত ঋণ ও প্রভিশনের তথ্য নিম্নরূপ:

(কোটি টাকায়)

ক্রমিক নং	বিবরণ	২০১৭-২০১৮	২০১৮-২০১৯	২০১৯-২০২০	২০২০-২০২১	২০২১-২০২২
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬	০৭
০১	মোট ঋণ স্থিতি	৫১৯৬.৩৯	৫৪৫৯.২৭	৫৭০২.২৫	৬২৮২.৩০	৬৬৫৩.২২
০২	মোট শ্রেণীকৃত ঋণের পরিমাণ	১৩০৬.৩৫	১০৯৯.৯৪	১৭৫৫.৯৫	১২৮৫.০৩	১৪৩০.১১
০৩	মোট প্রভিশনের পরিমাণ	৩৪৪.৮৮	৩১২.০৮	৫৭৫.৫১	৫৯৩.৪৬	৫১৬.৪২
০৪	শ্রেণীকৃত ঋণের হার	২৫.১৪%	২০.১৫%	৩০.৭৯%	২০.৪৫%	২১.৪৯%

উপরোল্লিখিত তথ্য পর্যালোচনায় দেখা যায়, সদ্য সমাপ্ত ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ব্যাংকে মোট অনাদায়ী ঋণ ৬৬৫৩.২২ কোটি টাকা তন্মধ্যে শ্রেণিকৃত ঋণের পরিমাণ ১৪৩০.১১ কোটি টাকা। শ্রেণিকৃত ঋণের হার ২১.৪৯%। তৎপূর্ববর্তী ২০২১-২০২১ অর্থবছরে শ্রেণিকৃত ঋণের পরিমাণ ও হার ছিলো যথাক্রমে ১২৮৫.০৩ কোটি টাকা ও ২০.৪৫%। ২০২০-২০২১ অর্থবছরের তুলনায় ২০২১-২০২২ অর্থবছরে শ্রেণিকৃত ঋণ বৃদ্ধি পেয়েছে (১৪৩০.১১-১২৮৫.০৩) = ১৪৯.৫৮ কোটি টাকা ও হার বৃদ্ধি পেয়েছে (২১.৪৯-২০.৪৫) =১.৮৪%।

চলমান পৃষ্ঠা নং-০২

২০২১-২০২২ অর্থবছরে শ্রেণিকৃত ঋণের পরিমাণ ও হার বিগত অর্থবছরের তুলনায় বৃদ্ধির কারণ হিসেবে দেখা যায় যে, ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ব্যাংক প্রথম বারের মতো CBS System হতে সিএল Generate করে। এতদপ্রেক্ষিতে ইতোঃপূর্বে Manually সিএল বিবরণী প্রস্তুতিতে যে সকল অনাকাঙ্খিত ভুল-ভ্রান্তি ও ত্রুটি-বিচ্যুতি ছিলো CBS System এ তা সংশোধন করে সিএল বিবরণী প্রস্তুত করা হয়েছে।

(০২) পরিকল্পনার আওতায় আগামী ০৫ (পাঁচ বছরে) ব্যাংকের ঋণ স্থিতি ও শ্রেণীবিন্যাসিত ঋণের প্রাক্কলন নিম্নরুপ

(কোটি টাকায়)

ক্র: নং	বিবরণ	২০২১-২০২২	২০২২-২০২৩	২০২৩-২০২৪	২০২৪-২০২৫	২০২৫-২০২৬	২০২৬-২০২৭
১।	ঋণ স্থিতি	৬৬৫৩.২২	৭৫০০.০০	৮৫০০.০০	৯০০০.০০	৯৫০০.০০	১০০০০.০০
২।	প্রবৃদ্ধির পরিমাণ	৩৭০.৯২	৮৪৬.৭৮	১০০০.০০	৫০০.০০	৫০০.০০	৫০০.০০
৩।	শ্রেণীকৃত ঋণ স্থিতি						
	(ক) এসএস	২৬৩.৪৬	২২৯.৫০	২১৬.৭৫	১৭২.৮০	১৪২.৫০	১২৬.০০
	হার	১৮.৪২%	১৮%	১৭%	১৬%	১৫%	১৪%
	(খ) ডিএফ	৪৯.৮১	৫১.০০	৫১.০০	৩২.৪০	২৮.৫০	২৭.০০
	হার	৩.৪৮%	৪%	৪%	৩%	৩%	৩%
	(গ) বিএল	১১১৬.৮৪	৯৯৪.৫০	১০০৭.২৫	৮৭৪.৮০	৭৭৯.০০	৭৪৭.০০
	হার	৭৮.০৯%	৭৮%	৭৯%	৮১%	৮২%	৮৩%
মোট:		১৪৩০.১১	১২৭৫.০০	১২৭৫.০০	১০৮০.০০	৯৫০.০০	৯০০.০০
৪।	শ্রেণীকৃত ঋণের হার	২১%	১৭%	১৫%	১২%	১০%	৯%
৫।	অশ্রেণীকৃত ঋণের পরিমাণ	৫২২৩.১১	৬২২৫.০০	৭২২৫.০০	৭৯২০.০০	৮৫৫০.০০	৯১০০.০০
৬।	অশ্রেণীকৃত ঋণের হার	৭৯%	৮৩%	৮৫%	৮৮%	৯০%	৯১%

(০৩) শ্রেণীকৃত ঋণ আদায়ের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত গৃহীতব্য পদক্ষেপসমূহ:

- বছরের শুরুতেই ঋণ গ্রহীতা ও খেলাপী ঋণ গ্রহীতাদের হালনাগাদ তালিকা নির্ধারিত ছক মোতাবেক প্রস্তুত করা । মাঠকর্মী কর্তৃক পরিদর্শন কালে আবশ্যিকভাবে উক্ত তালিকা সংরক্ষণ করা এবং প্রয়োজনীয় তথ্যাদি হালনাগাদ করা;
- শ্রেণীকৃত ঋণ যাতে কোনভাবেই বৃদ্ধি না পায় সে জন্য অর্থবছরের শুরুতেই শ্রেণীযোগ্য ঋণ (Would be Classified) চিহ্নিত করে তার ১০০% আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা;
- আদায়যোগ্য পুনঃতফসিলকৃত ঋণসমূহ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আদায় নিশ্চিত করা;
- নদী ভাঙ্গন, প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও ঋণ গ্রহীতার মৃত্যুজনিত কারণে মন্দ হিসেবে শ্রেণীকৃত অনাদায়ী ঋণ প্রয়োজনে অবলোপন (Wite off) করা;
- প্রচলিত নিয়েমে ঋণ আদায় সম্ভব না হলে কষ্ট অব ফান্ড বিবেচনা করে ঋণ পরিশোধে অক্ষম ঋণ গ্রহীতাদের ক্ষেত্রে সুদ মওকুফের মাধ্যমে ঋণ আদায়ের ব্যবস্থা নেয়া;
- অবলোপনকৃত ঋণ আদায়ের জন্য Debt Collection Unit কে শক্তিশালী করা;
- মামলার কার্যক্রম জোরদার করার পাশাপাশি মামলাধীন ঋণ গ্রহীতার নিকট হতে প্রয়োজনে কোর্টের বাইরে দ্বিপাক্ষিক সমঝোতার ভিত্তিতে ঋণ আদায়ের প্রচষ্টা অব্যাহত রাখা;
- অর্থবছরের শুরুতেই অর্থাৎ জুলাই হতে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত শাখার মাঠকর্মীরা শাখার অভ্যন্তরীণ কাজে অধিক সময় ব্যস্ত থাকায় শাখার অভ্যন্তরীণ কাজের পাশাপাশি সময়ের মধ্যে শ্রেণিকৃত ঋণ আদায়ের জন্য সর্বশেষ প্রচেষ্টা হিসেবে মামলা দায়ের এবং দায়েরকৃত মামলাগুলোর তদারকি জোরদার করা;
- শাখার শীর্ষ ২০ ঋণ খেলাপীদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা জোরদার করা যাতে নতুন করে অন্যান্য ঋণ যেন শ্রেণীবিন্যাসিত হতে না পারে সে বিষয়ে সতর্ক থাকা;
- জামানতবিহীন শস্য ও ক্ষুদ্র ঋণ শ্রেণীবিন্যাসের ফলে এ ধরণের ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রভিশন সংরক্ষণের পরিমাণ অস্বাভাবিক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। সুতরাং জামানতবিহীন শস্য ও ক্ষুদ্র ঋণ যাতে কোন ভাবেই BL হিসোবে শ্রেণিবিন্যাসিত না হয় সে দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা;
- ঋণ আদায়ের ক্ষেত্রে গুণগত মানসম্পন্ন ঋণ আদায়ের উপর গুরুত্বারোপ করতে হবে। মেয়াদোত্তীর্ণ হয়নি এমন ঋণ আদায় ব্যাংকের আয় সংকুচিত করে বিধায় এরূপ ঋণ আদায় নিরুৎসাহিত করা;
- প্রতিটি ঋণ due date এর কমপক্ষে এক মাস পূর্বে ঋণ গ্রহীতাকে ঋণ পরিশোধের বিষয়টি লিখিতভাবে অবহিতকরণ পূর্বক ঋণ হিসাব সম্পূর্ণ আদায় না হওয়া পর্যন্ত নিয়মিতভাবে তাগাদা প্রদান করা;

চলমান পৃষ্ঠা নং-০৩

- ঋণ আদায়ে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, ইউনিয়ন পরিষদ, সরকারি অফিস ও কৃষি ঋণ কমিটির সহায়তা গ্রহণ করা;
- যেসব মেয়াদী ঋণ ২/১টি কিস্তির কারণে শ্রেণিকৃত হয়েছে, সেসব ঋণের খেলাপী কিস্তি আদায়পূর্বক শ্রেণীকরণ রোধের পদক্ষেপ গ্রহণ করা; এবং
- শাখার খেলাপী ঋণ আদায়ের ক্ষেত্রে যেসব ঋণ হিসাবে অধিক পরিমাণে স্থগিত সুদ রয়েছে, সেসব ঋণ আদায়ে অগ্রাধিকার প্রদান করা।

(০৪) শ্রেণীকৃত ঋণ আদায়ের কৌশল:

- প্রতিটি ঋণের ডিউডেট আসার কমপক্ষে এক মাস পূর্বে ঋণ গ্রহীতাকে ঋণ পরিশোধের বিষয়টি লিখিতভাবে অবহিত করতে হবে।
- ঋণ আদায়ের ক্ষেত্রে বিশষত প্রতিটি মেয়াদী ঋণ হিসাব হতে আংশিক আদায় করতে হবে। কোন ঋণ হিসাব যাতে untouched না থাকে সে বিষয়ে সজাগ থাকতে হবে।
- প্রতিটি মাঠকর্মী প্রতি মাসে নির্দিষ্ট সংখ্যক (ন্যূনতম ২০টি) শ্রেণীকৃত ঋণ হিসাব চিহ্নিত করে আদায় কার্যক্রম পরিচালনা করবে শ্রেণীকৃত ঋণ আদায়ে অধিক সাফল্য অর্জিত হবে।
- চাকুরিজীবী ঋণ গ্রহীতার ক্ষেত্রে ঋণ আদায়ে তার কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে নোটিশ প্রদান করতে হবে।
- ঋণ পরিশোধে সক্ষম ইচ্ছাকৃত খেলাপী ঋণ গ্রহীতাদের বিরুদ্ধে সার্টিফিকেট মামলা/অর্থ ঋণ আদালতে মামলা দায়ের করে তদারকি জোরদার করতে হবে।
- মাসিক ভিত্তিক শীর্ষ ২০, শীর্ষ ৫০ এবং শীর্ষ ১০০ খেলাপী ঋণ গ্রহীতা সনাক্তকরণসহ আদায়ের কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।
- জোনের শীর্ষ ১০০ ঋণ খেলাপী সনাক্ত করে জোনাল কার্যালয়ের তদারকিতে আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- শ্রেণীকৃত ঋণ হ্রাস কল্পে ও আদায়ের অগ্রগতি নিয়মিত মনিটরিং কল্পে ব্যাংক ব্যবস্থাপনা কর্তৃক প্রতি মাস শেষে সকল জোনাল ব্যবস্থাপক এবং ত্রৈমাস অন্তে শাখা ব্যবস্থাপকদের নিয়ে নিয়মিত পর্যালোচনা সভা আয়োজন করা হবে।

এমতবস্থায় পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত ও বাংলাদেশ ব্যাংকে প্রেরিত শ্রেণীকৃত ঋণ হ্রাসের লক্ষ্যে 'সময় নির্দিষ্ট কর্ম পরিকল্পনা (Time Bound Action Plan)' টি যথাযথ দিক নির্দেশনা এবং কঠোর মনিটরিং এর মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়নের মাধ্যমে শ্রেণীকৃত ঋণ কাঙ্খিত পর্যায়ে হ্রাসের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ঠ সকলকে অনুরোধ করা হলো।

অনুমোদনক্রমে-

আপনার বিশ্বস্ত

০৮.৯.২০২২
(মোঃ জিয়া উদ্দীন আকবর)
উপ-মহাব্যবস্থাপক (অতিরিক্ত দায়িত্বে)

নং-প্রকা/ঋআবি-২/৩০(৬)/২০২২-২০২৩/২৯৪(৪৫৩) তারিখ: ০৮ সেপ্টেম্বর ২০২২

সদয় অবগতির জন্য অনুলিপি:

০১। চেয়ারম্যান মহোদয়ের একান্ত সচিব, পর্ষদ সচিবালয়, রাকাব, প্রধান কার্যালয়, রাজশাহী।
০২। স্টাফ অফিসার, ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সচিবালয়, রাকাব, প্রধান কার্যালয়, রাজশাহী ।
০৩। স্টাফ অফিসার, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সচিবালয়, রাকাব, প্রধান কার্যালয়, রাজশাহী।
০৪। স্টাফ অফিসার, সকল মহাব্যবস্থাপক মহোদয়ের দপ্তর, রাকাব, প্রধান কার্যালয়, রাজশাহী।
০৫। স্টাফ অফিসার, মহাব্যবস্থাপক মহোদয়ের দপ্তর, রাকাব, বিভাগীয় কার্যালয়, রাজশাহী/রংপুর।
০৬। সকল উপ-মহাব্যবস্থাপক/সচিব/বিভাগীয়/ইউনিট প্রধান, রাকাব, প্রধান কার্যালয়, রাজশাহী। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগকে ব্যাংকের ওয়েব সাইটে সার্কুলার লেটারটি আপলোড করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো ।
০৭। অধ্যক্ষ, রাকাব, প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, রাজশাহী।
০৮। বিভাগীয় নিরীক্ষা কর্মকর্তা, রাকাব, বিভাগীয় নিরীক্ষা কার্যালয়, রাজশাহী/রংপুর।
০৯। সকল জোনাল ব্যবস্থাপক, রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক।
১০। উপ-মহাব্যবস্থাপক, রাকাব, স্থানীয় মুখ্য কার্যালয়/ঢাকা কর্পোরেট শাখা।
১১। সকল জোনাল নিরীক্ষা কর্মকর্তা, রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক।
১২। সকল শাখা ব্যবস্থাপক, রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক (জোনাল কার্যালয়ের মাধ্যমে)।
১৩। অফিস নথি/মহানথি।

০৮.০৯.২০২২
(হীরামনি খাতুন)
কর্মকর্তা